সকল জেলা ও ঢাকা শহরের হালকার শুরা ও জিম্মাদার সাথীগণ

মোহতারামি ও মোকাররামি,
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।
আশা করি আল্লাহর ফজলে খাইরিয়াত ও আফিয়াতে থেকে দ্বীনের মোবারক মেহনতে মশগুল আছেন এবং দোয়া ও রোনাজারীর মধ্যে আমাদেরকে শামিল করছেন।

আপনারা একমত হবেন যে, ইসলামের দুশমনদের চক্রান্ত সফল হওয়ার প্রথম পদক্ষেপ হলো- মুসলমানদেরকে মার্কাজ বা কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করা। আমাদের দাওয়াত ও তাবলীগের মার্কাজ হলো নিজামুদ্দীন। এ মার্কাজ থেকে সাথী ভাইদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য বিভিন্ন অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে, যা আমাদের সরলমনা মুরুব্বি ও উলামায়ে কেরামগণের অনেকেই বুঝতে সক্ষম হচ্ছেন না বলে আশংকা করছি। এরই জের ধরে নিজামুদ্দীনের হজরতগণের ফায়সালাকৃত উমুরগুলো অমান্য করা হচ্ছে।

আপনারা অবগত আছেন যে, গত ১২ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব (দা. বা.)-এর ফায়সালা করা 'উমুরে বাংলাদেশ' নামে একটা চিঠি আপনাদের কাছে পাঠানো হয়- যার মধ্যে ২০১৯ সালের প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপের ইজতিমার তারিখ এবং ২০১৮ সালের ৫ দিনের জোড়ের তারিখ উল্লেখ রয়েছে। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখ কাকরাইল থেকে হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব (দা. বা.)-এর ফায়সালা করা তারিখের খেলাফ ভিন্ন তারিখ ঠিক করে আরেকটা চিঠি পাঠানো হয়েছে। সেই চিঠির বেশিরভাগ বিষয়বস্তু বিভ্রান্তিকর ও প্রশ্নবিদ্ধ- যা খোলাসা হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছি।

১. হজরত মাওলানা যোবায়ের সাহেব ও অন্যান্য শুরাদের পাঠানো চিঠিতে আনা অভিযোগঃ
টঙ্গীর ময়দানে সকল জেলা ও খিত্তার প্রতিনিধি সাথীদের উপস্থিতিতে আগামী ৫ দিনের জোড় ও টঙ্গী ইজতিমা ২০১৯-এর তারিখ তাজবিজ করা হলে উপস্থিত সকলেই তাতে সম্মতি দেন। উল্লেখ্য যে, সরকার জানতে চেয়েছে "ইজতিমার তারিখ পরিবর্তন করা সম্ভব কিনা?" এমন কথার বিপরীতে টঙ্গির ময়দানে মাওলানা যোবায়ের সাহেব বলেছিলেন, "কাকরাইলে সকল শুরার উপস্থিতিতে আমরা ফায়সালা করব"। (যার অডিও রেকর্ড সংরক্ষিত আছে)।

প্রকৃত তথ্যঃ অথচ এধরনের কোনো মাশোয়ারা না করেই আপনাদের নিকট চিঠি পাঠানো হয়েছে।

২. আনিত অভিযোগঃ চিঠিতে বলা হয়েছে যে, শুধু তিন জন শুরার উপস্থিতিতে 'উমুরে বাংলাদেশ' ফায়সালা করা হয়েছে।

প্রকৃত তথ্যঃ বাস্তবতা হলো- সেই মাশোয়ারার আগে হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব (দা. বা.) চিঠি (সংযুক্ত) পাঠিয়ে সকল শুরা হজরতকে কাকরাইলে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু হজরত মাওলানা মোশাররফ হোসেন, সৈয়দ ওয়াসিফুল ইসলাম সাহেব, খান সাহাবুদ্দিন নাসিম সাহেব ও প্রফেসর ইউনুস শিকদার সাহেব ছাড়া অন্য শুরাগণ উপস্থিত ছিলেন না (হজরত মাওলানা মুজাম্মিলুল হক ও শেখ নূর মোহাম্মদ সাহেব অসুস্থ থাকায় আসতে পারেননি)। ময়দানে থাকা অন্যান্য শুরাগণ হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব (দা. বা.)-কে টেলিফোন করে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করার মত সাধারণ সৌজন্যতাটুকুও দেখাননি। এমনকি মাওলানা যোবায়ের সাহেবের সাথে হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব (দা. বা.) ফোনে কথা বলতে চাইলে, মাওলানা যোবায়ের তাতেও রাজী হননি। আলোচ্য চিঠি পাঠানোর বিষয়ে বর্তমান ফায়সাল হজরত মাওলানা ফারুক সাহেবকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি নিজ জবানে বলেন যে, "এটি নিয়ে কোন মাশোয়ারা হয়নি। আমাকে স্বাক্ষর দিতে বলা হলে আমি শুধু স্বাক্ষর দেই"।

৩. আনিত অভিযোগঃ চিঠিতে উল্লেখ রয়েছে যে, সরকার তাকে [হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব (দা. বা.)] ভিসা দেয়নি বরং সরকারের সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে চুপিসারে তাকে বাংলাদেশে আনা হয়। চিঠিতে আরো লেখা হয়েছে যে, তিনি TI (তাবলিগ ইজতিমা) ভিসার পরিবর্তে T (টুরিস্ট) ভিসায় বাংলাদেশে এসেছেন।

প্রকৃত তথ্যঃ সরকার তাঁকে ভিসা দেয়নি?! তাহলে তাঁকে ভিসা দিলো কে?! কারণ ভিসা দেবার ক্ষমতা তো একমাত্র সরকারেরই। আর তাঁকে বাংলাদেশে আসতে না দেয়ার ব্যাপারে কখনোই সরকারের এমন কোন সিদ্ধান্ত ছিল না। সকলেই অবগত যে, সরকারের অনুমতি ছাড়া এক দেশের নাগরিক অন্য দেশে যেতে পারেন না। হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব (দা. বা.)-এর মত আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব টঙ্গী ইজতিমায় আগমনের বিষয় সরকার ভালোভাবেই অবগত ছিলেন। তাছাড়া সরকারের অজান্তে কোনভাবেই কোন ব্যক্তির বাংলাদেশে প্রবেশ সম্ভব নয়। কারণ সরকার কাউকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করলে সকল এয়ারলাইন্সকে বিষয়টি জানিয়ে দেয়া হয়। অতএব হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব (দা. বা.) যেকোনো বিমানবন্দর হতে, যেকোনো উড়োজাহাজেই আসার চেষ্টা করতেন, সেখানেই তাঁকে নামিয়ে দেয়া হতো। তাছাড়া তিনি অবাঞ্ছিত হলে তাঁকে বিমানবন্দর থেকেই ফিরিয়ে দেয়া হতো, তাঁর ইমিগ্রেশনই হতো না এবং কাকরাইলেও আসতে দেয়া হতো না। প্রকৃত সত্য হলো: তিনি টঙ্গী যাবেন- এতে সরকারের সায়ই ছিলো।

কিন্তু কিছু মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্রদের লাঠিসোঁটা নিয়ে বিমানবন্দরের রাস্তায় মহড়া দেয়া এবং নিজামুদ্দীন অমান্যকারী তাবলীগের কিছু মুরুব্বি ও শুরার অপতৎপরতার কারণেই হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব (দা. বা.)-কে টঙ্গীর ময়দানে নেয়া সম্ভব হয়নি। যারা বলেন, সরকারকে ফাঁকি দিয়ে হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব (দা. বা.) বাংলাদেশে এসেছেন বা তাঁকে আনা হয়েছে, তারা হয় ইচ্ছাকৃতভাবে সত্যকে গোপণ করছেন অথবা সরকারের গোয়েন্দা সক্ষমতার বিষয়ে তাদের কোন ধারণাই নেই। প্রকৃতপক্ষে তিনি T1 ভিসা নিয়ে বাংলাদেশে আসেন (ভিসার কপি সংযুক্ত)। উল্লেখ্য তাবলীগ জামাতে অংশগ্রহণকারী সাথীদেরকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে TI আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে (যেমন কোলকাতা) T1 ভিসা ইস্যু করা হয়।

৪. আনিত অভিযোগঃ "তাকে টঙ্গী ইজতিমায় আনার ব্যাপারে একজন শুরা কাজ করেছেন"।

প্রকৃত তথ্যঃ প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ইজতিমার পূর্বে ৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদলকে হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব (দা. বা.), মাওলানা আহমাদ লাট সাহেব এবং মাওলানা ইব্রাহীম দেউলা সাহেবকে দাওয়াত দিতে ভারতে পাঠানো হয়। প্রতিনিধি দলের দাওয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব (দা. বা.) তা সেই দাওয়াত কবুল করেন ও এর স্বপক্ষে লিখিত বক্তব্য দেন, যা ভারত সফরকারী প্রতিনিধিদলের প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে, "ওলামায়ে কেরাম ও কাকরাইলের শুরার সাথীবৃন্দের এক বরকতময় প্রতিনিধি দল টঙ্গী ইজতেমার দাওয়াত নিয়ে নেযামুদ্দীনে হাজির হয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ শুরু থেকেই নেযামুদ্দীন থেকে টঙ্গী ইজতেমায় শরীক হওয়ার ধারাবাহিকতা চলে আসছে। সে ধারায় এবছরও বান্দা টঙ্গী ইজতেমায় হাজির হবে ইনশাল্লাহ"।

অতএব হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব (দা. বা.) যে সরকারের পক্ষ থেকে প্রেরিত প্রতিনিধিদলের দাওয়াতেই বাংলাদেশে এসেছেন- তা পরিস্কার। আপনারা এটাও জানেন যে, মাওলানা যোবায়ের সাহেব ১৯.০১.২০১৮ তারিখ টঙ্গী ময়দানে জেলার সাথীদের সামনে বলেছিলেন, মাওলানা সা'দ সাহেবকে ইস্তিকবাল করার জন্য দুইজন শুরাকে মাশোয়ারা সাপেক্ষে এয়ারপোর্টে পাঠানো হয়। এমতাবস্থায় তাঁকে "চুপিসারে বাংলাদেশে" আনবার অপবাদ দেয়া কি ঠিক?

৫. আনিত অভিযোগঃ তিনি সরাসরি ঢাকা না এসে, কেন ব্যাংকক হয়ে আসলেন?- এমন হাস্যকর অভিযোগও ঐ চিঠিতে করা হয়েছে।

প্রকৃত তথ্যঃ উড়োজাহাজে সরাসরি আসার টিকেট পাওয়া না গেলেতো ঘুরেই আসতে হবে! যেভাবেই তিনি আসুন না কেন, ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের নিয়ম-কানুন মেনেই তিনি ঢাকা এসেছেন।

৬. সংশোধিত চিঠিতে আনিত অভিযোগঃ এই চিঠিতে "নিজামুদ্দীন দুই ভাগ" হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

প্রকৃত তথ্যঃ নিজামুদ্দীন মার্কাজ দুই ভাগ হওয়ার কথা সম্পূর্ণ অসত্য! নিজামুদ্দীন আগের মত পরিপূর্ণই আছে। তবে কিছু সাথী নিজেরাই সেখান থেকে বের হয়ে গেছেন, যাদেরকে আজ থেকে প্রায় ৪৩ বছর আগে হজরত মাওলানা সাঈদ আহমেদ খান (রহ.) চিঠির মাধ্যমে সতর্ক করেছিলেন (চিঠি সংযুক্ত)। নিজামুদ্দীন আগের মতই সারা দুনিয়ার মার্কাজ হিসেবে দাওয়াতের মহান কাজকে পরিচালনা করে যাচ্ছে এবং সারা পৃথিবী থেকে নতুন ও পুরানো সাথীরা এসে কাজের সহি তারতিব শিখে যাচ্ছেন। বাস্তবতা হলো: পূর্বের তুলনায় নিজামুদ্দীনে দেশ-বিদেশ থেকে তাবলীগের সাথীদের সমাগম আরো বেশি হচ্ছে। নিজামুদ্দীন 'দুইভাগ হওয়া'র অভিযোগ নিজামুদ্দীন মার্কাজকে না মানার অজুহাত মাত্র!

৭. সংশোধিত চিঠিতে আনিত অভিযোগঃ চিঠিতে বলা হয়েছে, "যতদিন নিজামুদ্দীনে বিভেদ ও কলহ নিস্পত্তি না হয় ততদিন বাংলাদেশ একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের কাজ কাকরাইলের মাশওয়ারা অনুসারে চলা উচিৎ বলে আমরা মনে করি"।

প্রকৃত তথ্যঃ নিজামুদ্দীনে বর্তমানে কোন ঝগড়া-বিবাদ নেই। যারা নিজামুদ্দীন থেকে বের হয়ে গেছেন, তারা নিজামুদ্দীন থেকে বের হওয়ার পর কখনই নিজামুদ্দীনে আর ফিরে আসেননি। বর্তমানে নিজামুদ্দীন সম্পূর্ণভাবে হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব (দা. বা.) কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। যেখানে ঝগড়া-বিবাদই নেই, সেখানে তা নিস্পত্তি হবে কিভাবে? যাঁরা নিজামুদ্দীন থেকে বের হয়ে গেছেন এবং যাঁরা নিজামুদ্দীনে আছেন- তাঁরা সবাই অত্যন্ত জ্ঞানবান ও সমঝদার ব্যক্তিত্ব এবং তাঁরা তাঁদের সর্বোচ্চ বিবেচনাবোধ ও জ্ঞান প্রয়োগ করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বাংলাদেশের কোনো মুরুব্বি/শুরা কর্তৃক তাঁদের (নিজামুদ্দীনের হজরতগণের) ইসলাহের দায়িত্ব নেয়া শুধু বোকামিই নয়, ধৃষ্টতাও বটে!

বাংলাদেশ ১৯৭১ সাল থেকেই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। এত বছর পর 'স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের' দোহাই দিয়ে নিজামুদ্দীনকে অস্বীকার করে নিজামুদ্দীনের বানানো শুরাগণের 'কাকরাইলের মাশোয়ারা অনুযায়ী চলা'র উপদেশ দেয়া বিভ্রান্তিপূর্ণ ও ঔদ্ধ্যত্বপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়। গাছের মূলকে অস্বীকার করে মূল হতে উদগত কাণ্ড কিভাবে নিজে নিজে চলবে?!

'নিজামুদ্দীন বিশ্ব মার্কাজ' এবং 'মার্কাজের ফায়সালা মানাই তাবলীগের উসুল'। হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব (দা. বা.) আমাদের জিম্মাদার/আমির। তিনি যা ফায়সালা করবেন- সেটাই আসল ফায়সালা। যারা নিজামুদ্দীনের

ফায়সালাকে অমান্য করল, তারা কি ইতায়াত থেকে বেরিয়ে গেলো না? নিজামুদ্দীন কর্তৃক বানানো শুরা যদি নিজামুদ্দীনের ফায়সালা অমান্য করে, তাহলে তারা শুরা থাকেন কিভাবে? উল্লেখ্য, বর্তমানে হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব (দা. বা.)-ই নিজামুদ্দীনের আমির এবং তিনি নিজামুদ্দীনের মাশোয়ারাতেই ঢাকা এসেছেন।

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, দীর্ঘদিন যাবৎ বিশ্ব ইজতিমায় নিজামুদ্দীনের হজরতগণের জিম্মাদার কর্তৃক পুরা আলমের তাকাজাকে সামনে রেখে বাংলাদেশের পুরানো সাথীদের জোড় ও ইজতিমার তারিখসহ অন্যান্য দেশেরও জোড় ও ইজতিমার তারিখ নির্ধারণ করা হয়। এ বছর হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব (দা. বা.)-কে অমান্য করে কতিপয় শুরা নিজেরাই সেই সব তারিখ ঘোষণা করেছেন! অথচ হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব (দা. বা.) জোড় ও ইজতিমার যে তারিখগুলো নির্ধারণ করেছেন- সেগুলো মানাই আমাদের কাম্য। এমতাবস্থায়, নিজামুদ্দীনের খেলাফ এবং নিজামুদ্দীনের ইতায়াতের বাইরের শুরাগণের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের মঈন শুরার কিছু সাথী কাকরাইলের শুরাদেরকে একত্রে মিলানোর জন্য চেষ্টা করছেন। আলোচ্য চিঠি দু'টি সে প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্থ করল এবং হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব (দা. বা.)-সহ নিজামুদ্দীন মার্কাজ অনুসারীদের আলাদা করার প্রয়াস চালালো এবং প্রকারান্তরে আলাদাই করে দিল! আফসোস!

হজরত মাওলানা ইলিয়াছ সাহেব (রহ.) এ মোবারক কাজের মেহনতকে চালু করেছেন। হজরত মাওলানা ইউছুফ সাহেব (রহ.) ও হজরত মাওলানা এনামূল হাসান সাহেব (রহ.) নিজামুদ্দীনে থেকেই তাবলীগের কাজে বিশ্বকে পরিচালনা করেছেন। বর্তমানেও আমাদের নিজামুদ্দীনকেই মানতে হবে।

আলহামদুলিল্লাহ, শুরু থেকেই হজরত উলামায়েকেরামগণ নিজামুদ্দীনে জুড়ে-মিলে থেকে এ মহান কাজে আঞ্জাম দিয়ে চলেছেন। ইনশা-আল্লাহ, বাংলাদেশেও আওয়াম ও উলামায়ে কেরামগণ আপোষে মিল-মুহাব্বাতের সাথে এ কাজকে এগিয়ে নেয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন।

স্মরণ করা দরকার যে, হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব (দা. বা.)-এর বাংলাদেশে আসা, অবস্থান করা এবং সম্মানের সাথে বিদায় গ্রহণের ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকার সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। এজন্য আমরা সরকারের নিকট আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

আল্লাহতায়ালা আমাদের সবাইকে হেদায়েত দান করুন ও দ্বীনের সঠিক মেহনত বোঝার ও সেই অনুযায়ী আ'মাল করার তৌফিক দান করুন। সকল সাথীর প্রতি সালাম ও দোয়ার দরখাস্ত রইল।

ওয়াসসালাম।

নিজামুদ্দীনের ইতায়াতকারী শুরাগণের পক্ষে-

(সৈয়দ ওয়াসিফুল ইসলাম)

তারিখ: ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

কাকরাইলের মাশোয়ারায় আসার জন্য শুরা হজরতগণের প্রতি হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব (দা. বা.)-এর পাঠানো চিঠি

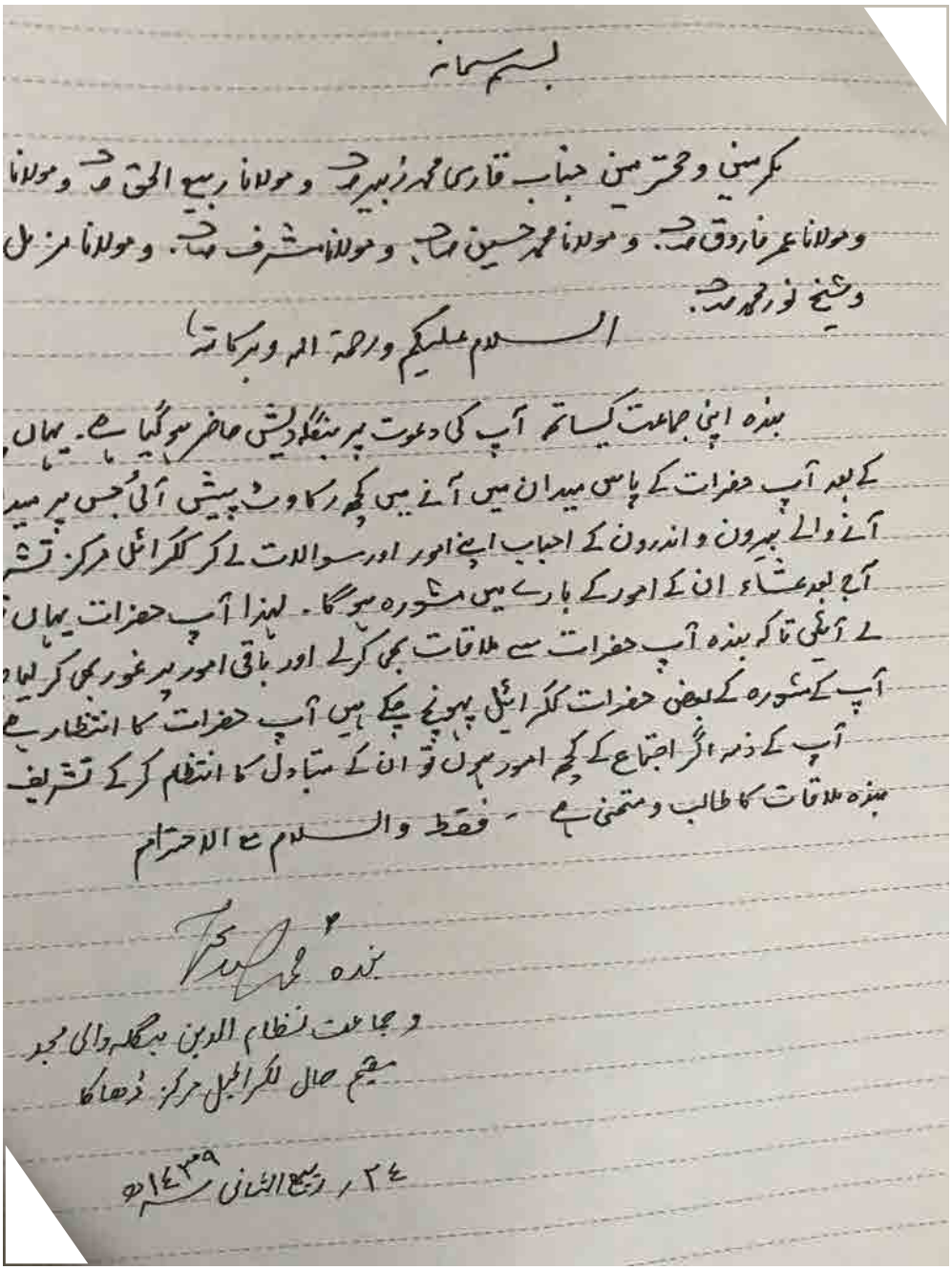

بسم اللہ

مکرمین و محترمین جناب قاری محمد زبیر صاحب و مولانا ربیع الحق صاحب و مولانا
و مولانا عمر فاروق صاحب۔ و مولانا محمد حسین صاحب۔ و مولانا اشرف صاحب۔ و مولانا مزمل
و شیخ نور محمد صاحب۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بندہ اپنی جماعت کیساتھ آپ کی دعوت پر بنگلہ دیش حاضر ہوگیا ہے۔ یہاں
کے بعد آپ حضرات کے پاس میدان میں آنے میں کچھ رکاوٹ پیش آئی جس پر میدا
آنے والے بیرون و اندرون کے احباب اپنے امور اور سوالات لے کر کاکرائل مرکز تشر
آج بعد عشاء ان کے امور کے بارے میں مشورہ ہوگا۔ لہذا آپ حضرات یہاں
لے آئیں تاکہ بندہ آپ حضرات سے ملاقات بھی کرلے اور باقی امور پر غور بھی کرلیا
آپ کے مشورہ کے بعض حضرات کاکرائل پہونچ چکے ہیں آپ حضرات کا انتظار ہے
آپ کے ذمہ اگر اجتماع کے کچھ امور ہوں تو ان کے متبادل کا انتظام کرکے تشریف
بندہ ملاقات کا طالب و متمنی ہے۔ فقط والسلام مع الاحترام

بندہ

و جماعت نظام الدین بنگلہ والی مسجد
مقیم حال کاکرائل مرکز ڈھاکا

۲۴ ربیع الثانی ۱۴۳۹ھ

(বাংলা অনুবাদ)

মুহতারামি ও মুকাররামি,
কারী জুবায়ের সাহেব, মাওলানা রবিউল হক সাহেব, মাওলানা ওমর ফারুক সাহেব, মাওলানা মোহাম্মদ হোসেন সাহেব, মাওলানা মোশাররফ সাহেব, মাওলানা মুজাম্মেল সাহেব, শেখ নুর মোহাম্মদ সাহেব।

আস্‌সালামু আলাইকুম,
বান্দা নিজের জামাত নিয়ে আপনাদের দাওয়াতে বাংলাদেশে উপস্থিত হয়েছে। এখানে আসার পর ময়দানে যাবার ব্যাপারে কিছু বাধা এসেছে, যার কারণে ময়দানে উপস্থিত দেশি-বিদেশী মেহমানরা নিজেদের উমুর ও প্রশ্ন নিয়ে কাকরাইল মার্কাজে উপস্থিত হয়েছেন। আজ বাদ ইশা ঐ সমস্ত উমুর নিয়ে মাশোয়ারা হবে। কাজেই আপনারা এখানে তাশরিফ আনবেন যাতে আপনাদের সাথে সাক্ষাত হয়ে যায় এবং বাকি উমুর নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করব।

আপনাদের মাশোয়ারার কিছু সাথী কাকরাইল পৌঁছে গেছেন। আপনাদের অপেক্ষায় আছি। আপনাদের ইজতিমায় কোন জিম্মাদারী থাকলে আপনাদের পরিবর্তে কাউকে জিম্মাদারী দিয়ে তাশরিফ আনবেন। বান্দা আপনাদের সাক্ষাতের অপেক্ষায় আছি। ফাকাত ওয়াসাল্লাম।

বান্দা
মো. সা'দ

হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব (দা. বা.)-এর T1 ভিসার কপি

যাদেরকে আজ থেকে প্রায় ৪৩ বছর আগে
হজরত মাওলানা সাঈদ আহমেদ খান (রহ.) চিঠির মাধ্যমে সতর্ক করেছিলেন সেই চিঠি

হজরত মাওলানা আহমদ লাট সাহেব ও অন্যান্যদের নামে

সম্মানিত শ্রদ্ধেয় জনাব মৌলভি আহমদ লাট সাহেব, মৌলভি ইব্রাহিম সাহেব, মৌলভি আশরাফ সাহেব, মৌলভি ইসমাঈল সাহেব, মৌলভি আব্দুর রহমান সাহেব, মাওলানা ওসমান সাহেব, মৌলভি ওসমান সাহেব (২য়);

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

আশা করছি আপনারা স্বভাবসুলভ দাওয়াতের কাজে মশগুল আছেন। কেননা দাওয়াতই ঐ রহমতপূর্ণ কাজ, যা মানুষের আমলকে বিগড়ে যাওয়া থেকে শুধরে দেয়। স্বভাব ও মেজাজ কখনো দুনিয়ার রঙে বিগড়ে যায়, আবার কখনো দ্বীনের রঙে। অর্থাৎ কখনো দুনিয়াবী সুরতে আবার কখনো দ্বীনী সুরতে। যখন দ্বীনি সুরতে আমল বিগড়ে যায়, তখন মানুষ বেশি ধোঁকার মধ্যে পড়ে। কেননা স্বভাব কখনো অন্তরের অনুগামী হয়। অর্থাৎ কখনো বাহ্যিক রূপ আর আসল রূপ মিলে যায়, আবার কখনো বিপরীতও হয়। এজন্যই দাওয়াতের মাধ্যমে জাহের (প্রকাশ্য) ও বাতেন (গোপণ) উভয় মেহনত শিখতে হবে। এই ময়দানে চলাচলকারীরা চলতি পথের যাবতীয় কঠিন ঘাঁটিসমূহ অতিক্রম করে থাকে। যেসব দুস্তর ঘাঁটি সম্পর্কে হজরত মাওলানা মুহাম্মাদ ওমর পালনপুরী সাহেবের মতো হজরতগণ বয়ান করে গেছেন, তা বিস্তারিতভাবে বলার সুযোগ নেই।

ঐ ঘাঁটিসমূহের মধ্যে একটি ঘাঁটি এটিও যে, পরস্পরের মতানৈক্য ও মতভেদ সামনে চলে আসা। ঠিক এই সময়েই শয়তান মামুরদের মাঝে আমির সম্পর্কে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করে দেয়। আর তখন ঐ আমিরের (দীক্ষাসুলভ) ধমকা-ধমকি যা মামুরদের জন্য ইসলাহ বা সংশোধণের কারণ ছিল তা শত্রুতার কারণে পরিণত হয়। যা কাজ থেকে মাহরুম হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কেননা আমিরের উপর খারাপ ধারণা রাখা কঠিন অপরাধ এবং বড় গুনাহ।

ঐ হাদিসসমূহ উঠিয়ে পড়ুন, যার মধ্যে আমিরের আনুগত্যের গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে এবং (হাদিসের ভাষ্যমতে) শেষ পর্যন্ত এটিই বোঝা যায় যে, প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট কুফরির আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আনুগত্য করা ওয়াজিব। হাদিসে 'স্পষ্ট কুফুরি বাক্য' কথাটি উল্লেখ রয়েছে (এই হাদিসটি বুখারি শরিফের কিতাবুল ফিতানে বর্ণিত আছে)। আমিরের আনুগত্যের এই আবশ্যকীয়তা এই জন্য যে, আমিরের আনুগত্য ছাড়া সম্মিলিত শক্তি তথা ঐক্য অসম্ভব। আর এই উম্মত ঐকবদ্ধ অবস্থাতেই শত্রুর উপর বিজয়ী হবে। আর যখন মতানৈক্য, দলাদলি ও বিভেদ সৃষ্টি হবে, তখন হকের উপর থাকা থাকা অবস্থাতেও শত্রুর উপর জয়লাভ করতে পারবে না- যার সাক্ষী হাদিসসমূহের মধ্যে এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-গণের ইতিহাসের মধ্যে অগণিত পাওয়া যায়।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, এই কাজের মধ্যে ব্যক্তিগত উন্নতি নিহিত আছে- নিজের অসম্পূর্ণতার দিকে দৃষ্টিপাত করে আগ্রহ বাড়ানোর মাঝে। যদি স্বীয় অসম্পূর্ণতা দেখা থেকে নজর সরে যায়, তাহলে উন্নতির দরজা বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। অসম্পূর্ণতার দিকে দৃষ্টি রাখাই বিনয়ের একটি বড় দরজা। আর যখন মানুষ বিনয়ের দূর্গে প্রবেশ করে অহংকার থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তখন সে আল্লাহর রহমতের আঁচল ধরে ফেলে এবং আল্লাহর রহমতের মাধ্যমে তার হিফাজত হতে থাকে।

তৃতীয় একটি জিনিস এই যে, নিজের একিনকে মাখলুকের সন্তুষ্টি ও ভয়ের ধারণা থেকে সরিয়ে আল্লাহতা'আলার উঁচু জাতের সাথে বন্ধন সৃষ্টি করা। এমনকি আমিরের কাছ থেকে মনে মনে এতটুকুও আশা না করা যে, তিনি আমাদের আরাম দেবেন, আমাদের প্রয়োজন লক্ষ্য রাখবেন, আমাদের অবস্থার খোঁজ-খবর নেবেন। কেননা মাখলুকের কাছে প্রয়োজন নিয়ে যাওয়ার দ্বারা আল্লাহর দানের যে দরজা খাস বান্দাদের জন্য উম্মুক্ত থাকে, তা আর খোলা থাকে না। সে দরজা ততক্ষণই খোলা থাকে, যতক্ষণ সবার থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে এবং সবার থেকে দৃষ্টি হটিয়ে নিজের খালেকের (আল্লাহর) দরজায় পড়ে থাকে। তার থেকেই নিজের প্রয়োজনসমূহ পুরো করা শিখতে হবে এবং যে অবস্থায় তিনি

রাখবেন ঐ অবস্থা নিজের জন্য কল্যাণকর মনে করবে। এই অবস্থা তখনই হবে, যখন মানুষ আল্লাহর পথে চলবে। যদি কেউ মাখলুকের দিকে চলে, তাহলে তার হালতের মধ্যে খারাবি প্রাধান্য পাবে। অন্যথায় যদি খালেকমুখী থাকে, তাহলে অপছন্দনীয় কিছু পরিস্থিতি প্রকাশ পেলেও তা কল্যাণের দিকে নেয়ার জন্য এবং কল্যাণমুখী করার জন্যই (আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে) এসে থাকে। এটি মূলত অকল্যাণ থেকে কল্যাণের দিকে দৃশ্যপট পাল্টে দিতে আসে। কুরআনে বর্ণিত 'হয়ত তারা প্রত্যাবর্তন করবে' আয়াতটি পড়ুন।

চতুর্থ কথা এই যে, শয়তানের একটি বড় চাল হলো, সে (নেক সুরতে ধোঁকা দিয়ে) দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ মেহনত থেকে সরিয়ে আংশিক মেহনতের দিকে নিয়ে যেতে চায়। এভাবে ফরজ ইবাদত থেকে সরিয়ে নফলের দিকে নিয়ে যায়। পাশাপাশি এমন কিছু পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, যার ফলে ফরজের চেয়ে নফলের গুরুত্ব বেশি দিতে দেখা যায়। যার কারণে (শয়তানের জালে আটকে পড়া ব্যক্তি) সাধারণ উম্মত থেকে নিজেকে আলাদা করে ফেলে। এরপর উম্মতকে নিয়ে না সে নিজে চলতে পারে, আর না উম্মত তার সাথে মিলে চলতে পারে। তখন তারমাঝে বুজুর্গী ছুটে যাওয়ার গুণ প্রকাশ পায়। যেন তিনি এই উম্মতের মাঝে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে না পারেন। আর উম্মত তার হাত থেকে ছুটে আবার শয়তানের কবলে পড়ে। তখন এই উম্মতের চোখে তার (উক্ত বুজুর্গের) অবস্থার অবনতি ধরা পড়ে। ফলে উম্মত তার দিকে আর ফিরে যায় না। বরং তার থেকে বেঁচে থাকাই নিজের সফলতা মনে করে।

এ জন্য, আসুন দু'আ করি- যেন আল্লাহতায়ালা এই কাজের আজমতের সাথে চলনেওয়ালা বানিয়ে দেন।

সালাম।

সাঈদ আহমাদ খান
মদিনা মুনাওয়ারা
তারিখ: ৫ রমজান মুবারাক, ১৩৯৬ হিজরি

মূল উর্দু চিঠি

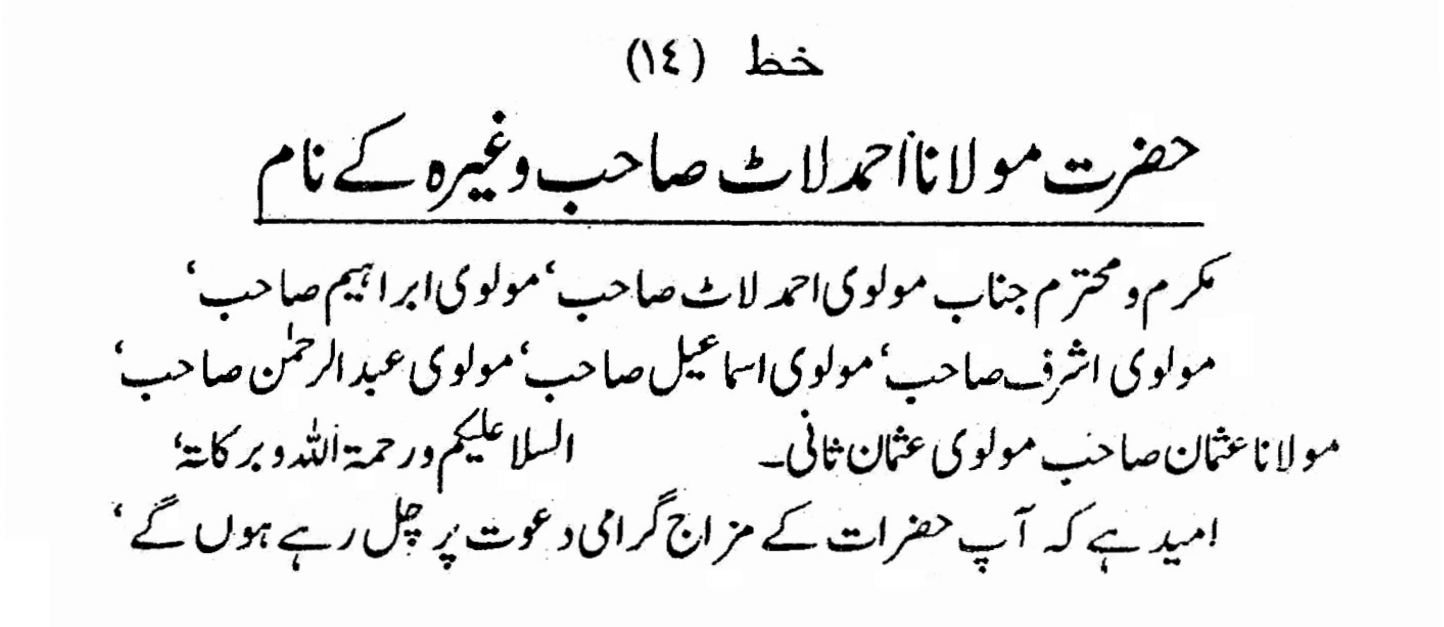

خط (١٤)

حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب وغیرہ کے نام

مکرم و محترم جناب مولوی احمد لاٹ صاحب، مولوی ابراہیم صاحب،
مولوی اشرف صاحب، مولوی اسماعیل صاحب، مولوی عبد الرحمٰن صاحب،
مولانا عثمان صاحب مولوی عثمان ثانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
امید ہے کہ آپ حضرات کے مزاج گرامی دعوت پر چل رہے ہوں گے،

کیونکہ دعوت ہی وہ رحمت والا عمل ہے جو انسان کے عمل کو بگاڑ سے سدھار کی طرف لاتا ہے کبھی مزاج دنیوی رنگ میں بگڑتا ہے اور کبھی دینی رنگ میں یعنی کبھی دنیا کا لباس پہنتا ہے اور کبھی دین کا جب دین کا لباس پہنتا ہے آدمی زیادہ دھوکہ میں پڑ جاتا ہے کیونکہ مزاج سے قلوب کبھی موافقت کرتے ہیں۔ کبھی ظاہر باطن کے موافق ہوتا ہے اور کبھی باطن کے خلاف۔ اس لئے دعوت کے ذریعے ظاہر و باطن دونوں کی محنت سیکھنی ہے۔ اس میدان میں چلنے والے دشوار گزار گھاٹیوں میں سے گزرتے ہیں جو گھاٹیاں مولانا محمد عمر صاحب جیسے حضرات بیان کرتے ہیں اس کی تفصیل کی فرصت نہیں ان گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی یہ بھی آتی ہے کہ آپس کے مخالفات اور مشاجرات پیش آئیں اس میں شیطان مامورین کو امیر سے بد ظن کر دیتا ہے اور وہ امیر کی ڈانٹ ڈپٹ جو مامورین کے لئے اصلاح کا سبب بنتی ہے وہ عداوت کا سبب بننے لگتی ہے جس سے کام سے محرومی کے اسباب پیدا ہوتے ہیں کیونکہ امیر سے بدظنی سخت جرم ہے اور بڑا گناہ۔ وہ احادیث اٹھا کر پڑھیں جن میں امیر کی اطاعت کی اہمیت بتلائی گئی ہے اور یہاں تک آخری جملہ ملتا کہ کفر صریح سے پہلے پہلے اطاعت واجب رہتی ہے کفر ابواحا کا جملہ حدیثوں میں موجود ہے کیونکہ امیر کی اطاعت کے بغیر اجتماعیت ناممکن ہے اور یہ امت اجتماعیت پر ہی دشمنوں پر غالب رہے گی اور جب اختلاف پڑ جائے گا تو حق پر ہونے کے باجود دشمن پر غالب نہیں آسکتی، اس کے شواہد حدیثوں میں اور تاریخ صحابہ میں بکثرت ملیں گے نیز جو بات ہمارے لئے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کام میں ترقی اپنی تقصیرات پر نظر کرتے ہوئے طلب کو بڑھانے میں ہے' اگر تقصیرات سے نظر ہٹ گئی تو ترقی کا دروازہ بند ہونے لگتا ہے' تقصیرات پر نظر ہی تواضع کا بڑا دروازہ ہے اور جب آدمی تواضع کے قلعہ میں داخل ہوتا ہے تکبر سے محفوظ ہو جاتا ہے' وہ خدا کی رحمت کا دامن پکڑ لیتا ہے اور اللہ کی رحمت کی طرف سے ان کی حفاظت ہونے لگتی ہے۔

تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے یقین کو مخلوق سے رضا و خوف کے اعتبار سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ وابستہ کرنا' یہاں تک کہ امیر سے بھی یقین

وابستہ نہ ہو کہ یہ ہمیں آرام دیں' ہماری ضرورت کا لحاظ رکھیں' ہمارا تفقد احوال کریں کیونکہ مخلوق کی طرف احتیاج لے جانے سے خالق کی عطا کا دروازہ جو خاص بندوں کے لئے کھلا کرتا ہے وہ نہیں کھلے گا وہ جبھی کھلتا ہے جب سب سے بے نیاز ہو کر اور سب سے نگاہ ہٹا کر اپنے خالق کے دروازہ پر پڑ جاتا ہے' اسی سے اپنی حاجتوں کو پورا کرنا سیکھنا ہے' اور جس حال میں وہ رکھے اسی حال کو اپنے لئے خیر سمجھنا ہے۔ یہ جب ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف چل رہا ہو اگر مخلوق کی طرف چل رہا ہے تو اس کے لئے جو حال آئے گا اس میں شر غالب ہوگا الا یہ کہ خلاف نفس چیزوں کا ظہور ہو کہ وہ حال خیر کی طرف لانے کے لئے اور خیر کی طرف متوجہ کرنے کے لئے اور خیر کی طرف پلٹنے کے لئے پیش آتا ہے لعلھم یرجعون کی آیت کو پڑھیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ شیطان دین کی کل محنت سے ہٹا کر جزئی محنت کی طرف لاتا ہے اور فرائض سے ہٹا کر نوافل کی طرف لاتا ہے اور کیفت طاری ہوتی ہے جتنی اس کو فرائض میں نہیں آتی اس لئے اس کا اہتمام فرائض سے زیادہ نوافل پر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے عام امت سے اپنے کو وہ علیحدہ کر دیتا ہے نہ امت کو لیکر چل سکتا ہے نہ امت کے ساتھ چل سکتا ہے اور اس کو رہبانیت چھٹ جانے والی صفت پر لے آتا ہے تاکہ یہ امت میں دین پیدا نہ کر سکے اور امت اس کے ہاتھ سے پھر شیطان اس امت کی نگاہ میں اس کی حیثیت گھٹا دیتا ہے اور امت اس کی طرف رجوع نہیں کرتی بلکہ اس سے بچنے ہی کو اپنی کامیابی سمجھتی ہے۔ اس لئے آؤ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کام کی عظمت کے ساتھ چلنے والا بنائے۔

فقط والسلام

مولانا سعید احمد خاں صاحب دامت برکاتہم' مدینہ منورہ

بقلم احمد مہتوی ۵ رمضان المبارک ۱۳۹۶ھ